অদল-বদল

একটি পাড়াগাঁয়ের বিবাহসভা। বর এসেচে, বরকর্তা এসেচে। বরকর্তা পাড়াগেঁয়েলোক—simple minded—কথাবার্তাতে গ্রাম্য। চাষি গৃহস্থ—হাতে টাকা পয়সা নেই।বরযাত্রীরা আসেনি, কারণ দলাদলি হওয়ার দরুন গ্রাম্য জমিদার তাকে (বরকর্তাকে) চেপে রেখেছে। একজনও বরযাত্রী আসতে দেয়নি। এখানে কন্যাকর্তা তাই দেখে বিবাহ দেবেনা—মহা হৈ চৈ। এদের আদর-যত্ন হয় না। সঙ্গে দুটি ছোট ছেলে এসেচে। বড়টির বয়স বছর দশ, দাদার নিতবর হয়ে এসেছে। সে বললে—বাবা, বিয়ে কোন্ বাড়িতে? He is puzzled a bit as to why it is not being done. বললে, এসো তোমার সাথে সাতপাক ঘুরিয়েদিই। বরকর্তা অনেক করে রাজী করালে। বিয়ে হল। ওরা টাকা দেবে না, আংটি দেবে না। বরদেখে সবাই গেল চটে। বরকর্তার ছোটছেলে পালকী চাই বলে কাঁদতে লাগল।

বরকর্তা (কন্যাকর্তার কাছে) দশটা টাকার আবদার করলে কাঁদো-কাঁদো হয়ে।বললে—আমার যাবার খরচ নেই। দশ টাকার মধ্যে নাপিত বিদায়, পুরুত বিদায়, শয্যা-তোলানি ইত্যাদি। দিয়ে কিছু থাকল না—বরকর্তা করুণ দৃষ্টিতে এর-ওর মুখের দিকেচাইতে লাগল—ভাড়া হয় না। বড় ছেলেটি বললে—তোমাদের দেশে সুখ্যাত করে না, যত্নকরে না।

ছ'পুরুষ একসঙ্গে। Great-Great Grandmother বুড়ি-senile Decay-তে বেজায়বকে ও আঙুল মট্‌কে গালাগাল দেয়। তার জীবনের প্রভাত ও অস্ত বা প্রদোষ। বেশ গল্প হয়।

বাবা অতিথিপরায়ণ, অতিথি খাইয়ে সর্বস্বান্ত। শেষে যখন সব গেল, ভাইয়েরা পৃথক হল।বাবা বাড়ি থেকে লোককে চাল বার করে দিত। পাড়া-পড়শীর মেয়ের বিয়ের সাহায্যে বাসন বার করে দিত। ছেলে খ্রিস্টান হয়ে গেল। নিষ্ঠাবান বাবা আর তার মুখ দেখলে না—সেই রাগে আরো বেশি করে বিষয় ওড়াতে লাগল। ওর নাতি একদিন বুড়োর সঙ্গে দেখা করতে কলকাতা থেকে এল। দুই ছোট ভাই-বোন মোটর থেকে নামল। বুড়ো ও বুড়ি ভাবে—এরা কে? বাবা-মাআসেনি। বড়-শালা সঙ্গে আছে—ওদের মামা। ছেলে নেই—বেঁচে নেই—ও বছর মারাগিয়েচে। বুড়ি ওদের কোলে তুলে নিলে। বাপ-হারা খোকা-খুকি যেন মাণিকচাঁদ।

একটি পল্লীবালক দূর গ্রাম থেকে যাত্রা শুনতে গিয়েছে দশ মাইল হেঁটে। ৭ দিন থেকেভাবচে যাত্রা হবে—যাত্রা হবে। তার কত আনন্দ ও আশা। আসর গঞ্জের বাজারে—সেখানে ওকে কেউ চেনে না। বসবার জায়গা নেই। বেঞ্চ-চেয়ার সব দখল। মাতাল ডাক্তার এল, তাকেখুব খাতির করে সবাই বসাল। সে বসে মদ খেতে লাগল। স্কুলের শিক্ষক ও দোকানদারেরা বসল। ওকে কেউ বসবার জায়গা দেয় না। কেউ (ছাপানো) প্রোগ্রাম দেয় না। পচা লুচি ও ঘোঙা মণ্ডা খেয়ে রাত জেগে যাত্রা দেখলে। চাষারা কত কষ্টে বসার জায়গা করে গোপালনগরের আসরে।[২]

আমাদের দেশের quaint রেওয়াজ। সিম, লাউ তুলতে পারে যে সে। কিন্তু কলা তুলতেপারে না। নটেশাক তুলতে পারে। যে লাউ করে, সে লাউ-ই করে। যে সিম করে সে সিম-ইকরে। এ ওর বাড়ি থেকে আনে, ও তার

বাড়ি থেকে আনে। বাথানের গোয়ালারা দুধ বিক্রি করতে আসে—নদীর ধারের মাঠে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে কুঁড়ে ঘর করে বাস করে।

নানাধরনের পল্লীগন্ধ শীতকালে—মুগের ডালের রান্নার গন্ধ, নতুন সরষে ফুল, কলাইয়ের টাটকা ভুসি, খেজুর রসের গন্ধ, শিশিরে ভেজা ধুলোর গন্ধ...

একজন গল্প করছে—রান্না বড় সোজা জিনিস নয়। আমার শাশুড়ি তার শাশুড়ির কাছেদশ বছর সাকরেদি করে মরবার সময় সুক্তুনি রাঁধতে শিখেছিলেন। বললেন—তোর বুদ্ধি নেই, তাহলে এঁচোড় চচ্চড়ি শিখিয়ে দিতাম—তা কিন্তু বড় শক্ত, আরো বুদ্ধি চাই। বামনডাঙার রাজা একবার ছদ্মবেশে অতিথি সেজে খেতে এসে খেয়ে কেঁদে ফেললেন। বললেন—মা, এ জিনিসতো বাংলাদেশ থেকে তুমি (চলে যাওয়ার) সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে?

না আমার শাশুড়ি সবরকম জানতেন—তিনি সিদ্ধ ছিলেন—আমি সুক্তুনিতে সিদ্ধ।

না—মা তো শাশুড়ি দেবী ছিলেন—তিনি মানুষ ছিলেন না—তিনি ছিলেন creative artist. মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন।

বড় লোকের ৫০ বছর পূর্ণ হয়েছে—নাতি-নাতনিরা উপহার দিচ্ছে—বরদাবাবু।গরিবলোকের মায়ের শ্রাদ্ধ। তুফন ঠাকরুণ।

ছকু মাঝি ছোট নৌকো নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। নৌকোতেই ওর বাড়ি-ঘর। নৌকোতেই রাঁধে। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া। কত ঘাটে কত ঘুরে বেড়ায়। কত বাঁশবনের ঝাড়েরতলায় অপরাহ্ণে নৌকো বাঁধে। কত নির্জন চরে কালো জলের ধারে নৌকো বেঁধে কুচ-ডালভেঙে রাঁধে। (utilize in ইছামতী)।

রাণু বড় মেয়ে। একটু আনাড়ি। দেখতে ভাল—কিন্তু কেউ তাকে পছন্দ করেনা—সেজন্য সে দুঃখিত—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে আমায় কেউ দেখতে পারে না। হয়তোএকটা ছোট ছোট মেয়ের দলের সঙ্গে খেলা করতে গিয়ে নিজের ভাইবোনদের অপরকে হিংসে করতে শেখায়। বলে—বল, আমার ইয়ে তোদের দেব কেন? কেড়ে নে না, কেড়ে নে?

তাই ভাইবোনেরা তাতে রাগে। দিদিকে বলে—তুই যা দিদি। তোমাকে ওসব শেখাতেহবে না। কেউ মারে। অবশেষে তারা অন্যত্র চলে যায়।

রাণু বুঝতে পারে না কেন ওরা চট্‌ল। হতাশ মনে ফিরে আসে।

মা-মরা তিন-চারটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। এ ওর বাড়ি খেয়ে বেড়ায়, রাঁধবার কেউ নেই। বাবা কোথায় L.P. স্কুলে মাস্টারি করে, ৭দিন অন্তর বাড়ি আসে, এসে বলে—ওরে টুনু, ভাত খেয়ে যা।

আমার অমন মা থাকতে অমন অর্থপিশাচীকে মা বলব—অর্থপিশাচ, স্বার্থপিশাচ—সেআমার মা?

পটন বৈমাত্রেয় বিধবা বোন—গঙ্গাহরি। বাবা শেষবয়সে বিয়ে করে, ওদের রেখে গেল। বড় ভাইয়ের স্ত্রী খাণ্ডার। বৈমাত্রেয় বড় ভাই ওদের ফাঁকি দেবার ও খাটিয়ে নেবারকৌশল করে। পটন বৈমাত্রেয় বোন—তৃতীয় পক্ষের ছোট ভাই গঙ্গাহরির জন্যে বলে—দাদা, ওকে পড়াও।

বড় ভাই এল। গম্ভীর। অন্য ভাইয়েরা এসে পায়ের ধুলো নিলে। সবাই বাঘের মত ভয় করে। বড় বাড়ি—

Atmosphere :

মা, ভাই বোন অনেকগুলি। ছেলে ও ভাইবোনের আনন্দ। A boy who learns ছড়া ও কাব্য। ছোট ছোট গ্রামের মেয়েরা প্রফুল্লবালা পড়ে—mass treatment; The Queer Kalipada ফুঁ দিয়ে প্রদীপ নিবায়। পুঁটি দিদি লেখে ও পড়ে। ঘোড়া চড়ার শখ।

(১) কথক...

বৃন্দাবনের মায়া love of beauties...সাহিত্যে ও Landscape-এ। খাণ্ডা স্ত্রী। বড় ছেলে বাবাকে ভালবাসে। ছোটছেলে মায়ের দিকে। বড় মেয়ে স্বার্থপর!

Then came the dreams of culture to the girl—ও ভাল কথা বলতেভালবাসে। সব আড্ডায় ধান-বিচুলির গল্প। Boring নাপিত বাড়ি...

(২) রামনিধি...

বৈষয়িক। হিসাবী। Beauty বোঝে না।

পরম হিন্দু...পূজা-অর্চনা...শুদ্ধাচার। খুব ঐশ্বর্যে আহ্নিক বৃদ্ধি, দ্রুত উন্নতি। hardheartednessও worldliness. রামনিধির ছেলে মারা গেল। ফটো তোলা। মেয়ে নেয়নাজামাই। কালীঠাকুরের স্বপ্ন দেখে ছোট ছেলে। এয়ো খাওয়ানো রাত্রে। পাশেই বাঁওড়।ওদের এক মেয়ের সঙ্গে খুব ভাব, নাম অরু। প্রতি বৎসর একটি করে টাকা গরিব ছেলেকেদেয়। লোকজন খাওয়ায় ইত্যাদি। গরদের জোড় পরে উপবাস করে। সত্যনারায়ণ করেন। কালীপুজো, মনসাপুজো, বলিদান। স্থূল বুদ্ধি বৈষয়িক। তিনি কথকের বড়ছেলের ও দিদির বিবাহে টিটকারী দেন। শতরঞ্জি দেন না। বড়ছেলে অকূল সমুদ্রে পড়ে। শতরঞ্জি, জাজিম নাহলে কি করে বিয়ে হবে!

১-১০-৩৪ (পুজোর ছুটির আর দেরী নেই)

একদিন একজন ভাবলে পার্টি থেকে এসে যে The world is nolonger young—মনেওর একটা ক্ষোভ হল যে বয়েস হয়ে যাচ্ছে।

শেষ রাত্রে জ্যোৎস্না পড়েছে বারান্দাতে—ঘুম থেকে উঠে দেখলে বহুদূরেরদিকচক্রবালের নীচে তার সেই গ্রামখানি—সেখানে এই ভাদ্রমাসে শৈশবে নীল বনকলমি ফুলেছাওয়া ঝোপের তলায় সে মা, পিসিমা ও পাড়ার ন'দিদিদের সঙ্গে চাপড়া ষষ্ঠীতে গিয়েছে।ইছামতীর জল বেড়ে উঠে রাস্তায় এসেচে—সকাল বেলায় সূর্যের আলো পড়েছে, নাটাকাঁটা বনের মাথায়, লতাপাতার ঝোপে। বালকই সে-মায়ের পেছনে পেছনে ঘুরচে, ক্ষীরেরপুতুলের লোভে। মনে একটা শান্ত নিস্তব্ধতা..অপূর্ব শান্তি...জীবনের অপূর্ব রহস্যে আকাশেরনক্ষত্রগুলি যেন স্পন্দিত হচ্চে।

আবার জীবন আসবে—আবার কত বাল্য, কত শৈশব এইরকম আসবে—যৌবনও কত আসবে তার ঠিক আছে? অনন্তকালের তুলনায় তার বয়েস আর কত বেশি?

একটা গল্প যদি লেখা যায় ? ইছামতীর তীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অজানা ফুল ফুটেছে (ডায়েরিতে এর কথা লিখেচি আজ) প্রথম হেমন্তে। ডাঙায় তিত্‌পল্লার ফুল, ওই অজানা ফুল, নীল বনকলমী, কেঁয়ো ঝাঁকা, বনশিম, জলে নীল বনকলমী, কচুরীপানার ফুল। এই আবহাওয়ারমধ্যে কোনো গ্রামের ছোট একটি কিশোরী একটা মুক্তাগর্ভ ঝিনুক পেয়েচে। বেশ মানাবে। শেষ হেমন্তের সময়। গ্রামের সকলের সুখ দুঃখ জড়িয়ে 'ইছামতী' হবে বইখানার নাম।[৩]

কোনো স্কুল বা যমুনা দাসমাড়োয়ারির গো-রক্ষিণী সভা। কিংবা ক্লারিজ সাহেবের স্কুল।সেখানে কেউ কাজ করে। পলে পলে বাইরের ঠাট বজায় রাখে কি করে সর্বস্বান্ত হল। দু'একজন প্রভুভক্ত লোক। আমাদের দুমাসের

মাইনে দিয়ে ছাড়িয়ে দিলে। (একজন) খুব আত্মত্যাগী principled মানুষ। Principle-এর খাতিরে সব করলে। একটা quaint establishment-এরইতিহাস—এর সঙ্গে জড়ানো সুখদুঃখ কোনো পরিবারের।

একজন দরিদ্র যুবক, বেতার চালক, গ্রীক জাহাজের কাপ্তেন কর্তৃক উৎপীড়িত ও নিষ্ঠুরভাবে অবমানিত। একটা নভেল লিখতে হবে যার সব চরিত্রই দুষ্ট ও মন্দ লোক। নীচ।স্বার্থপর ও ছোট cruel। কেউ শেষ পর্যন্ত ভাল হবে না। Unrelieved cruelty-র চরম। একটি innocent young lad সকলের ষড়যন্ত্র ও কাজে মারা পড়বে। এই দুঃখের ছবিই আঁকতে হবে—এই তো সত্যিকারের মিশন। এতে অন্য সকলের চোখ ফুটবে। দুঃখের Depth কতটা, মানুষ কত খারাপ হতে পারে—একথা অনেকে জানে না। Zoo garden-এর সেইসাহেব যুবকটির মতো চেহারা, যেন ভীরু হয়ে গেছে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে। ওরই জীবন আঁকতেহবে।